০৬ কার্তিক ১৪২৪
১৬ অক্টোবর ২০১৭

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০১৭ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

আবহমানকাল থেকেই কৃষি বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত। গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কৃষির অবদান সর্বোচ্চ। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

এ বছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য-নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত অভিবাসনজনিত সমস্যা বিশ্বব্যাপী একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর ফলে সৃষ্ট অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে।

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে অভিবাসনের এ বিরূপতা অনেকটাই মোকাবিলা করা সম্ভব। এ জন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ গ্রামীণ অর্থনীতির শেকড় আরো শক্ত ও টেকসই করতে হবে। ফসলের নিত্যনতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, মাটির গুণাগুণ বজায় রেখে পরিবেশসম্মত চাষাবাদের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রাণীজ আমিষের লক্ষ্য পূরণে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য কৃষি গবেষণাসহ এ খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো সময়ের দাবি। খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে চাহিদানির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণে বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই আরও মনোনিবেশ করবেন, সে প্রত্যাশা করি।

কৃষিতে বাংলাদেশ প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম খাদ্য উৎপাদনকারি দেশ। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতাকে টেকসই রূপ দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবাই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৭' উপলক্ষে গৃহিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ